ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া এবং দেবতান্তরের অনিন্দুক হইয়া প্রশান্ত-চিত্তে শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তিসকল ভজন করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥১৯॥

ভূতপতীনিতি-পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ। ননু কামলাভোঽপি লক্ষ্মীপতিভজনে ভবত্যেব তর্হি কথমন্যাংস্তে ভজন্তে তত্রাহ— "রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ" ॥ ২০ ॥

"ভূতপতীন্" শ্লোকোক্ত ভৈরব প্রভৃতি পদটী পিতৃপুরুষ ও প্রজাপতি প্রভৃতির উপলক্ষণ অর্থাৎ গ্রাহক। "অনসূয়বঃ" দেবতান্তরের অনিন্দুক। এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে — লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণকে ভজন করিলে কামনাও পূরণ হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাঁহারা ভৈরবাদি দেবতান্তরের ভজন করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি শ্লোক বলিতেছেন—যাহারা সকাম, তাহারা প্রায়ই রাজস তামস প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই রজঃ তমঃ প্রকৃতি ভৈরব প্রমুখ পিতৃ প্রজাপতি প্রভৃতির স্বভাবের সহিত তাহাদের সাম্য আছে। এইজন্যই সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি কামনায় পিতৃপুরুষ ভূতপতি ও প্রজাপতি প্রভৃতিকে ভজন করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২০ ॥

রজঃস্তমঃ প্রকৃতিত্বেনৈব পিত্রাদিভিঃ সমং শীলং যেষাং। সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ততো বাসুদেব এব ভজনীয় ইত্যুক্তম্। সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যঞ্চ তত্রৈবেত্যাহদ্বাভাং— "বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরোযোগোবাসু-দেবপরাঃ ক্রিয়াঃ। বাসুদেবপবং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২১ ॥

রজস্তমঃস্বভাব বলিয়া পিতৃভূত প্রজেশাদির সহিত সকাম পুরুষদিগের স্বভাবের ঐক্য আছে, এইজন্য তাহাদেরই ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যখন শ্রীবাসুদেবকে ভজন করিলেই পুরুষদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তখন শ্রীবাসুদেবকেই ভজন করা কর্ত্তব্য—ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব ভজনই যে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহাই দুইটী শ্লোকে দেখাইতেছেন। বেদসকল শ্রীবাসুদেব প্রতিপাদক। যজ্ঞসকল বাসুদেব আরাধনপর। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গক্রিয়াসকল বাসুদেব প্রাপ্তির উপায়। ক্রিয়াসকলও বাসুদেব প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। জ্ঞানশাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য শ্রীবাসুদেবেই, জ্ঞান-সাধনেরও উদ্দেশ্য শ্রীবাসুদেব সাক্ষাৎকারই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরও বাসুদেব তৎপরতা। শ্রীবাসুদেবই একমাত্র পরমাশ্রয় অর্থাৎ পরম প্রাপ্য। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২১ ॥

টীকা চ—বাসুদেবঃ পরস্তাৎপর্য্যগোচরো যেষাং তে। ননু বেদা মখপরা দৃশ্যন্তে